বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়

৮৩-৮৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

ক্রেডিট বিভাগ

ফোন-০২২২৩৩৮৮৯৪৯, ই-মেইল dgmppd@krishibank.org.bd

মুজিববর্ষের প্রতিশ্রুতি
আর্থিক খাতের অগ্রগতি

প্রকা/ক্রেবি(শাখা-৫)/রুমাবি-৩২৫/২০২১-২০২২/ ৪৩৪(১২৫০) তারিখ ঃ ০৯-০৯-২০২১ খ্রিঃ

মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ।
মহাব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা।
উপ-মহাব্যবস্থাপক কর্পোরেট শাখাসমূহ।
সকল মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক।
সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে)।
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয় ঃ "১০/৫০/১০০ টাকার হিসাবধারী প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য গঠিত পুনঃঅর্থায়ন স্কিম"।

প্রিয় মহোদয়,

শিরোনামে বর্ণিত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্টের ০৫-০৯-২০২১ তারিখের এফআইডি সার্কুলার নং ০১/২০২১ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে (কপি সংযুক্ত)।

০২। উল্লিখিত পত্রে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের আওতায় জারীকৃত ১৪ মে ২০১৪ তারিখে জিবিসিএসআরডি সার্কুলার নং ০১/২০১৪, ২২ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের জিবিসিএসআরডি সার্কুলার লেটার নং ০৩/২০১৪, ৩১ মার্চ ২০১৫ তারিখের জিবিসিএসআরডি সার্কুলার লেটার নং ০৩/২০১৫, ২০ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখের এফআইডি সার্কুলার লেটার নং ০১/২০১৬, ০৩ অক্টোবর ২০১৬ তারিখের এফআইডি সার্কুলার লেটার নং ০৪/২০১৬ এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখের এফআইডি সার্কুলার লেটার নং ০১/২০১৭ ও তদ্‌সংযুক্ত নীতিমালার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

০৩। উক্ত সার্কুলার ও সার্কুলার লেটারসমূহের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সেবাভুক্তির আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে ১০ টাকার হিসাবধারী ক্ষুদ্র /প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ নিম্ন আয়ের পেশাজীবী ও প্রান্তিক/ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য ২০০ কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয় এবং উক্ত তহবিল সংক্রান্ত নীতিমালা জারি করা হয়।

০৪। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের ফলে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠির আয়-উৎসারী কর্মকান্ড বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। এছাড়া, বর্তমানে কোভিড-১৯ এর দ্বিতীয় ঢেউ (Second Wave) এর বিরূপ প্রভাবে অর্থনীতির পুনরুদ্ধার কার্যক্রমে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে আর্থিক সেবাভুক্তি কার্যক্রমের আওতায় ১০ টাকার হিসাবধারী প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, নিম্ন আয়ের পেশাজীবী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুনরুদ্ধার/অব্যাহত রাখা এবং ঋণের ব্যাপ্তি, ঋণসীমা ও তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি ও ঋণের শর্তাবলী সহজীকরণের মাধ্যমে এ স্কিমের সময়োপযোগী কার্যকারিতা বৃদ্ধি আবশ্যক হওয়ায় নিম্নোক্তভাবে স্কিমটি পুনর্গঠন করা হলো:

৪.১) **নামকরণঃ** তহবিলটি "১০/৫০/১০০ টাকার হিসাবধারী প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য গঠিত পুনঃঅর্থায়ন স্কিম" নামে অভিহিত হবে।

৪.২) **তহবিলের উৎস ও পরিমাণঃ** বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল; টাকা ৫০০(পাঁচশত) কোটি যা নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে আবর্তনশীল।

৪.৩) **স্কিমের মেয়াদঃ** এ স্কিমের মেয়াদ হবে ৫(পাঁচ) বছর। তবে, প্রয়োজনে মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে।

৪.৪) **ঋণের পরিধি :**

(ক) আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের আওতায় এ স্কিমের অধীনে ঋণ সুবিধা গ্রহণকারী সকল গ্রাহকই হবে বিদ্যমান ১০/৫০/১০০ টাকার হিসাবধারী। অত্র স্কিমের আওতায় ঋণ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য নতুন গ্রাহকদের আবশ্যিকভাবে ১০/৫০/১০০ টাকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) জমাদানপূর্বক ব্যাংক হিসাব খুলতে হবে;

(খ) পাড়া/মহল্লা/গ্রাম ভিত্তিক ক্ষুদ্র /অতিক্ষুদ্র (Small/Micro) উদ্যোক্তা ও পেশাজীবী (যেমন: চর্মকার, স্বর্ণকার, ক্ষৌরকার, কামার, কুমার, জেলে, দর্জি, হকার/ফেরিওয়ালা, রিক্সাচালক/ভ্যানচালক, ইলেক্ট্রিক/ইলেকট্রনিক যন্ত্র মেরামতকারী, ইলেক্ট্রিশিয়ান, কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রী, রংমিস্ত্রী, গ্রিলমিস্ত্রী, প্লাম্বার, আচার/পিঠা প্রস্তুতকারী, ক্ষুদ্র তাঁতী, পশু চিকিৎসক ইত্যাদি) এবং যে কোন ধরনের আয় উৎসারী কর্মকান্ডে জড়িত ব্যক্তি (যেমনঃ মুদি ও মনোহরী পণ্যেরদোকানী, ভ্রাম্যমান কাপড়ের দোকানী, ফ্লেক্সিলোড সেবা প্রদানকারী/মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এজেন্ট, তথ্য সেবা প্রদানকারী/ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী, ভাসমান খাবারের দোকানী, চা-পান বিক্রেতা, বই/পত্রিকা/ম্যাগাজিন বিক্রেতা, ঠোঙা/মোড়ক প্রস্তুতকারী, ফুল/ফল/শাক-সবজি বিক্রেতা, হাঁস/মুরগী/কবুতর/কোয়েল পালনকারী, গরু/ছাগল/ভেঁড়া ইত্যাদি গবাদিপশু পালনকারী, চিংড়ি/মৎস্য/কাঁকড়া/কুঁচে চাষী, কেঁচো সারসহ যে কোন জৈব সার উৎপাদনকারী, সবজি চাষী, উদ্যোক্তা- নার্সারি/বৃক্ষরোপণ, সূঁচিশিল্প, ব্লক-বাটিক, ক্ষুদ্র/কুটির শিল্প, হস্তশিল্প, কনফেকশনারিসহ অন্যান্য খাবার প্রস্তুতকরণ ও অন্য যে কোন সম্ভাবনাময় উদ্ভাবনী কর্মকান্ডে জড়িত ব্যক্তি এবং বিভিন্ন আয় উৎসারী কর্মকান্ড পরিচালনায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভিডিপি সদস্য) এ ঋণ সুবিধার আওতাভুক্ত হিসেবে বিবেচিত হবেন;

(গ) যে কোন দুর্যোগে (প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট) ক্ষতিগ্রস্ত (যেমন: নদীভাঙ্গন, জলোচ্ছাস, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, মঙ্গা, অগ্নিকান্ড, ভূমিকম্প, ভবনধ্বস, কোভিড-১৯ এর ন্যায় অতিমারী ইত্যাদি) প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, এবং চর ও হাওর এলাকায় বসবাসকারী স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এ ঋণ সুবিধা পাবে;

(ঘ) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি ও মহিলা উদ্যোক্তাগণ যে কোন ধরনের আয় উৎসারী কর্মকান্ডে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এ ঋণ সুবিধা পাবে এবং

(ঙ) স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রমের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে-

(i) সুবিধাবঞ্চিত ও অসচ্ছল স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারীদের (শিক্ষা জীবন থেকে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীসহ) বৃত্তিমূলক/কারিগরী/তথ্য প্রযুক্তিসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ উক্ত স্কিমের আওতায় অভিভাবকের পরিশোধ গ্যারান্টির ভিত্তিতে ঋণসুবিধা প্রদান করতে পারবে;

(ii) ১৮ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারীদের আয়-উৎসারী কর্মকান্ডে এবং প্রশিক্ষণলব্ধ দক্ষতা ভিত্তিক পেশা ও ব্যবসা পরিচালনার জন্য উক্ত স্কিমের আওতায় ব্যাংকসমূহ ঋণ বিতরণ করতে পারবে এবং

(iii) স্কুল ব্যাংকিং হিসাব ছিল এমন শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ের জন্য অভিভাবকের পরিশোধ গ্যারান্টির ভিত্তিতে উক্ত স্কিমের আওতায় ব্যাংকসমূহ ঋণ বিতরণ করতে পারবে।

৪.৫) **ঋণ প্রাপ্তির অযোগ্যতা :**

(ক) খেলাপী ঋণগ্রহীতা এ স্কিমের আওতায় ঋণসুবিধা প্রাপ্য হবেন না এবং

(খ) বাংলাদেশ সরকার/বাংলাদেশ ব্যাংকের সুদ ভর্তুকীর আওতায় অন্য কোন স্কিমের অধীন ঋণগ্রহীতার প্রাপ্ত ঋণ অসমন্বিত অবস্থায় থাকলে ঐ ঋণ গ্রহীতা ঋণ সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

৪.৬) **গ্রাহক পর্যায়ে ঋণসীমা :**

ক) তফসিলি ব্যাংকসমূহ এ স্কিমের আওতায় গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা যাচাই সাপেক্ষে একক গ্রাহককে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা প্রদান করতে পারবে;

(খ) গ্রুপ ঋণের ক্ষেত্রে ২-৫ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত গ্রুপকে সদস্য প্রতি সর্বোচ্চ ৪ লক্ষ টাকা করে গ্রুপ প্রতি সর্বোচ্চ ২০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করতে পারবে এবং

(গ) গ্রুপ ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে গ্রুপের সকল সদস্যই ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে ব্যাংকের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে।

৪.৭) **পুনঃ অর্থায়নের সুদ/মুনাফার হার :**

অর্থায়নকারী ব্যাংকের অনুকূলে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়নের বার্ষিক সুদ/মুনাফার হার হবে ১%।

৪.৮) **গ্রাহক পর্যায়ে সুদ/মুনাফার হার :**

(ক) ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহক পর্যায়ে প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে সুদ/মুনাফার হার হবে বার্ষিক সর্বোচ্চ ৭%;

(খ) গ্রাহকের ঋণ/বিনিয়োগের ক্রমহ্রাসমান স্থিতির উপর সুদ/মুনাফা আরোপ করতে হবে।

৪.৯) **জামানত :**

(ক) এ স্কিমের আওতায় ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে কোন নিরাপত্তা জামানত নেয়া যাবে না। তবে, প্রত্যেক ঋণ গ্রহীতার ঋণের বিপরীতে ঋণ গ্রহীতাসহ অনধিক দুইজনের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি গ্রহণ করা যাবে;

(খ) ৩ (তিন) লক্ষ টাকা ও তদুর্ধ্ব পরিমাণ ঋণ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংক নিজস্ব বিবেচনায় সম্পূর্ণ ঋণের বিপরীতে ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিমের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে, ব্যাংক নিজস্ব উৎস হতে গ্যারান্টি ফি পরিশোধ করবে।

৪.১০) **ঋণের মেয়াদ, গ্রেস পিরিয়ড ও পরিশোধ সূচি :**

(ক) ব্যাংক ও গ্রাহক পর্যায়ে উভয় ক্ষেত্রে গ্রেস পিরিয়ড হবে সর্বোচ্চ ৬ মাস। গ্রেস পিরিয়ড ব্যতিরেকে ঋণের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ৩ বছর;

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রেস পিরিয়ড বাদে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ব্যাংকসমূহ হতে সুদ/মুনাফা/সার্ভিস চার্জসহ আসল আদায় করবে এবং

(গ) ব্যাংকসমূহ গ্রেস পিরিয়ড বাদে মাসিক/ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কিস্তিতে গ্রাহকের নিকট হতে সুদ/মুনাফাসহ আসল আদায় করবে।

৪.১১) **সিআইবি রিপোর্ট :** খেলাপী ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে ঋণ প্রদান না করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে সিআইবি রিপোর্ট গ্রহণ করতে হবে। তবে, এ স্কিমের আওতায় ৩ (তিন) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে সিআইবি রিপোর্ট গ্রহণের জন্য কোন চার্জ/ফি প্রযোজ্য হবে না।

৪.১২) **ঋণ বিতরণ ব্যবস্থা :** উক্ত স্কিমের আওতায় ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ তার নিজস্ব শাখা/উপশাখা/এজেন্ট ব্যাংকিং/মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস) ব্যবস্থা ব্যবহার করতে পারবে। এক্ষেত্রে, ব্যাংকের এজেন্ট/এমএফএস ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে স্ব স্ব ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত সার্ভিস চার্জ প্রাপ্য হবেন। তবে, কোন ক্ষেত্রেই ঋণ/বিনিয়োগের প্রসেসিং ফি বাবদ ১০ জুন ২০২১ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার নং-১১ এর ৩(খ)(১) অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশনার অতিরিক্ত কোন চার্জ/ফি গ্রাহকের নিকট হতে আদায় করা যাবে না।

৪.১৩) **শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকিং :** শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহ উপর্যুক্ত শর্তাবলির ব্যত্যয় না করে স্বীয় অনুমোদিত বিনিয়োগ পদ্ধতির ভিত্তিতে উক্ত স্কিমের আওতায় গ্রাহককে বিনিয়োগ প্রদান করবে। তবে, আদায়কৃত মুনাফা বার্ষিক ৭% এর বেশি হতে পারবে না।

৪.১৪) **মনিটরিং :** ব্যাংক কর্তৃকসরাসরি ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের ক্ষেত্রে গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণ, আদায় ও সদ্ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে নিশ্চিত করবে এবং এতদ্সংযুক্ত সংযোজনী-ক মোতাবেক প্রতি ত্রৈমাসিক অন্তে পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে মহাব্যবস্থাপক, ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা বরাবর বিবরণী দাখিল করতে হবে। এছাড়া, ক্ষেত্রবিশেষে দৈবচয়ন ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক যেকোন সময়ে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।

৪.১৫) **পুনঃ অর্থায়ন গ্রহণের যোগ্যতা ও আবেদন প্রক্রিয়া :**

(ক) আলোচ্য স্কিমের আওতায় তফসিলি ব্যাংকসমূহকে মহাব্যবস্থাপক, ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর সাথে একটি অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করতে হবে। এ চুক্তি মোতাবেক ব্যাংকগুলোকে সুদ/মুনাফাসহ আসল পরিশোধ নিশ্চিত করতে হবে মর্মে তাদেরকে আলাদাভাবে ডিপি নোট (প্রতিশ্রুতি পত্র) সম্পাদন করতে হবে। তবে, ইতিপূর্বে যে সকল ব্যাংকের সাথে অংশগ্রহণমূলক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল তাদের সাথে নতুন কোন চুক্তির আবশ্যকতা নেই;

(খ) ব্যাংকসমূহ মাসিক ভিত্তিতে এ স্কিমের আওতায় বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট নির্ধারিত ছকে (সংযোজনী-খ) প্রতি মাসের ১৫ (পনের) তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের পুনঃঅর্থায়নের আবেদন করবে এবং

(গ) পরিশোধসূচী অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে সুদ/মুনাফাসহ পুনঃঅর্থায়নের পরিশোধযোগ্য কিস্তি বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের চলতি হিসাব থেকে আদায় করা হবে।

০৫। ইতিপূর্বে জারীকৃত জিবিসিএসআরডি সার্কুলার নং ০১/২০১৪, জিবিসিএসআরডি সার্কুলার লেটার নং ০৩/২০১৪, ও ০৩/২০১৫; এফআইডি সার্কুলার লেটার নং ০১/২০১৬, ০৪/২০১৬ এবং ০১/২০১৭ ও তদ্সংযুক্ত নীতিমালা এতদ্বারা রহিত করা হলো। এতদ্সত্ত্বেও রহিতকৃত সার্কুলার ও সার্কুলার লেটারসমূহের আওতায় গৃহীত সকল কার্যক্রম বৈধ ও যথাযথ হিসেবে বিবেচিত হবে।

০৬। এমতাবস্থায়, কভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের ফলে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠির আয় উৎসারী ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড চলমান রাখা এবং বর্তমানে কভিড-১৯ এর দ্বিতীয় ঢেউ এর বিরূপ প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্টের ০৫-০৯-২০২১ তারিখের এফআইডি সার্কুলার নং ০১/২০২১ অপর পৃষ্ঠায় হুবহু পুনঃমুদ্রণ করা হলো। প্রদত্ত সার্কুলারের নির্দেশনা পরিপালনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুমোদনক্রমে-

আপনার বিশ্বস্ত,

সংযুক্তি-বর্ণনামতে।

(মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম)
উপ-মহাব্যবস্থাপক

প্রকা/ক্রেবি(শাখা-৫)/রুমাবি-৩২৫/২০২১-২০২২/ ৪৬৪(১২০০) তারিখ ঃ ০৯-০৯-২০২১ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো।

০১) চিফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২) স্টাফ অফিসার, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক-১, ২ ও ৩ মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩) স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪) অধ্যক্ষ, বিকেবি, স্টাফ কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।
০৫) সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক ও সচিব, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৬) উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেম, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। উপরোক্ত পত্রটি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে আপ-লোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৭) সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৮) সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৯) নথি/মহানথি।

(মোঃ পারভেজ কাওসার সরকার)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

ক্রেডিট বিভাগ-১
ডাইরী নং ৫০
তারিখ ০৭/০৯/২১
স্বাক্ষর

ক্রেডিট বিভাগ-১
জিএম
এস পি
পি
উপ-মহাব্যবস্থাপক

ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
Website: www.bb.org.bd

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সচিবালয়
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
নং ৫৫৭ তারিখ: ০৬/০৯/২১
ডিএমডি
জিএম
ডিজিএম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

এফআইডি সার্কুলার নং-০১

তারিখ: ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২১
২১ ভাদ্র ১৪২৮

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

"১০/৫০/১০০ টাকার হিসাবধারী প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য গঠিত পুনঃঅর্থায়ন স্কিম"।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের আওতায় জারীকৃত ১৪ মে ২০১৪ তারিখে জিবিসিএসআরডি সার্কুলার নং ০১/২০১৪, ২২ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের জিবিসিএসআরডি সার্কুলার লেটার নং ০৩/২০১৪, ৩১ মার্চ ২০১৫ তারিখের জিবিসিএসআরডি সার্কুলার লেটার নং ০৩/২০১৫, ২০ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখের এফআইডি সার্কুলার লেটার নং ০১/২০১৬, ০৩ অক্টোবর ২০১৬ তারিখের এফআইডি সার্কুলার লেটার নং ০৪/২০১৬ এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখের এফআইডি সার্কুলার লেটার নং ০১/২০১৭ ও তদ্‌সংযুক্ত নীতিমালার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

২। উক্ত সার্কুলার ও সার্কুলার লেটারসমূহের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সেবাভুক্তির আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে ১০ টাকার হিসাবধারী ক্ষুদ্র/প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ নিম্ন আয়ের পেশাজীবী ও প্রান্তিক/ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য ২০০ কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয় এবং উক্ত তহবিল সংক্রান্ত নীতিমালা জারি করা হয়।

৩। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের ফলে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠির আয়-উৎসারী কর্মকান্ড বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়া, বর্তমানে কোভিড-১৯ এর দ্বিতীয় ঢেউ (Second Wave) এর বিরূপ প্রভাবে অর্থনীতির পুনরুদ্ধার কার্যক্রমে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে আর্থিক সেবাভুক্তি কার্যক্রমের আওতায় ১০ টাকার হিসাবধারী প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, নিম্ন আয়ের পেশাজীবী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুনরুদ্ধার/অব্যাহত রাখা এবং ঋণের ব্যাপ্তি, ঋণসীমা ও তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি ও ঋণের শর্তাবলী সহজীকরণের মাধ্যমে এ স্কিমের সময়োপযোগী কার্যকারিতা বৃদ্ধি আবশ্যক হওয়ায় নিম্নোক্তভাবে স্কিমটি পুনর্গঠন করা হলো:

৩.১) **নামকরণ:** তহবিলটি "১০/৫০/১০০ টাকার হিসাবধারী প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য গঠিত পুনঃঅর্থায়ন স্কিম" নামে অভিহিত হবে।

৩.২) **তহবিলের উৎস ও পরিমাণ:** বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল; টাকা ৫০০(পাঁচশত) কোটি যা নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে আবর্তনশীল।

৩.৩) **স্কিমের মেয়াদ:** এ স্কিমের মেয়াদ হবে ৫(পাঁচ) বছর। তবে, প্রয়োজনে মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে।

মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) এর দপ্তর
নং ২৬৭ তারিখ ০৬/০৯/২১
উমহা, এইচআরএমডি- /ক্রেডিট/বাণিজ্য/
প্রকিউরমেন্ট/বিসিবিডি/আদায়
মহাব্যবস্থাপক

৩.৪) ঋণের পরিধি:

(ক) আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের আওতায় এ স্কিমের অধীনে ঋণ সুবিধা গ্রহণকারী সকল গ্রাহকই হবে বিদ্যমান ১০/৫০/১০০ টাকার হিসাবধারী। অত্র স্কিমের আওতায় ঋণ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য নতুন গ্রাহকদের আবশ্যিকভাবে ১০/৫০/১০০ টাকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) জমাদানপূর্বক ব্যাংক হিসাব খুলতে হবে;

(খ) পাড়া/মহল্লা/গ্রাম ভিত্তিক ক্ষুদ্র/অতিক্ষুদ্র (Small/Micro) উদ্যোক্তা ও পেশাজীবী (যেমনঃ চর্মকার, স্বর্ণকার, ক্ষৌরকার, কামার, কুমার, জেলে, দর্জি, হকার/ফেরিওয়ালা, রিক্সাচালক/ভ্যানচালক, ইলেক্ট্রিক/ইলেকট্রনিক যন্ত্র মেরামতকারী, ইলেক্ট্রিশিয়ান, কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রী, রংমিস্ত্রী, গ্রিলমিস্ত্রী, প্লাম্বার, আচার/পিঠা প্রস্তুতকারী, ক্ষুদ্র তাঁতী, পশু চিকিৎসক ইত্যাদি) এবং যে কোন ধরনের আয় উৎসারী কর্মকান্ডে জড়িত ব্যক্তি (যেমনঃ মুদি ও মনোহরী পণ্যের দোকানী, ভ্রাম্যমান কাপড়ের দোকানী, ফ্লেক্সিলোড সেবা প্রদানকারী/মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এজেন্ট, তথ্য সেবা প্রদানকারী/ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী, ভাসমান খাবারের দোকানী, চা-পান বিক্রেতা, বই/পত্রিকা/ম্যাগাজিন বিক্রেতা, ঠোঙা/মোড়ক প্রস্তুতকারী, ফুল/ফল/শাক-সবজি বিক্রেতা, হাঁস/মুরগী/কবুতর/কোয়েল পালনকারী, গরু/ছাগল/ভেঁড়া ইত্যাদি গবাদিপশু পালনকারী, চিংড়ি/মৎস্য/কাঁকড়া/কুঁচে চাষী, কেঁচো সারসহ যে কোন জৈব সার উৎপাদনকারী, সবজি চাষী, উদ্যোক্তা- নার্সারি/বৃক্ষরোপণ, সূঁচিশিল্প, ব্লক-বাটিক, ক্ষুদ্র/কুটির শিল্প, হস্তশিল্প, কনফেকশনারিসহ অন্যান্য খাবার প্রস্তুতকরণ ও অন্য যে কোন সম্ভাবনাময় উদ্ভাবনী কর্মকান্ডে জড়িত ব্যক্তি এবং বিভিন্ন আয় উৎসারী কর্মকান্ড পরিচালনায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভিডিপি সদস্য) এ ঋণ সুবিধার আওতাভুক্ত হিসেবে বিবেচিত হবেন;

(গ) যে কোন দুর্যোগে (প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট) ক্ষতিগ্রস্ত (যেমনঃ নদীভাঙ্গন, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, মঙ্গা, অগ্নিকান্ড, ভূমিকম্প, ভবনধ্বস, কোভিড-১৯ এর ন্যায় অতিমারী ইত্যাদি) প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, এবং চর ও হাওর এলাকায় বসবাসকারী স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এ ঋণ সুবিধা পাবে;

(ঘ) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি ও মহিলা উদ্যোক্তাগণ যে কোন ধরনের আয় উৎসারী কর্মকান্ডে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এ ঋণ সুবিধা পাবে এবং

(ঙ) স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রমের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে-

i) সুবিধাবঞ্চিত ও অসচ্ছল স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারীদের (শিক্ষা জীবন থেকে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীসহ) বৃত্তিমূলক/কারিগরী/তথ্য প্রযুক্তিসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ উক্ত স্কিমের আওতায় অভিভাবকের পরিশোধ গ্যারান্টির ভিত্তিতে ঋণসুবিধা প্রদান করতে পারবে;

ii) ১৮ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারীদের আয়-উৎসারী কর্মকান্ডে এবং প্রশিক্ষণলব্ধ দক্ষতা ভিত্তিক পেশা ও ব্যবসা পরিচালনার জন্য উক্ত স্কিমের আওতায় ব্যাংকসমূহ ঋণ বিতরণ করতে পারবে এবং

iii) স্কুল ব্যাংকিং হিসাব ছিল এমন শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ের জন্য অভিভাবকের পরিশোধ গ্যারান্টির ভিত্তিতে উক্ত স্কিমের আওতায় ব্যাংকসমূহ ঋণ বিতরণ করতে পারবে।

৩.৫) ঋণ প্রাপ্তির অযোগ্যতা:

(ক) খেলাপী ঋণগ্রহীতা এ স্কিমের আওতায় ঋণসুবিধা প্রাপ্য হবেন না এবং

(খ) বাংলাদেশ সরকার/বাংলাদেশ ব্যাংকের সুদ ভর্তুকীর আওতায় অন্য কোন স্কিমের অধীন ঋণগ্রহীতার প্রাপ্ত ঋণ অসমন্বিত অবস্থায় থাকলে ঐ ঋণগ্রহীতা ঋণ সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

৩.৬) গ্রাহক পর্যায়ে ঋণসীমা:

(ক) তফসিলি ব্যাংকসমূহ এ স্কিমের আওতায় গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা যাচাই সাপেক্ষে একক গ্রাহককে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা প্রদান করতে পারবে;

(খ) গ্রুপ ঋণের ক্ষেত্রে ২-৫ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত গ্রুপকে সদস্য প্রতি সর্বোচ্চ ৪ লক্ষ টাকা করে গ্রুপ প্রতি সর্বোচ্চ ২০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করতে পারবে এবং

(গ) গ্রুপ ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে গ্রুপের সকল সদস্যই ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে ব্যাংকের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে।

৩.৭) পুনঃঅর্থায়নের সুদ/মুনাফার হার:

অর্থায়নকারী ব্যাংকের অনুকূলে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়নের বার্ষিক সুদ/মুনাফার হার হবে ১%।

৩.৮) গ্রাহক পর্যায়ে সুদ/মুনাফার হার:

(ক) ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহক পর্যায়ে প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে সুদ/মুনাফার হার হবে বার্ষিক সর্বোচ্চ ৭%;

(খ) গ্রাহকের ঋণ/বিনিয়োগের ক্রমহ্রাসমান স্থিতির উপর সুদ/মুনাফা আরোপ করতে হবে।

৩.৯) জামানত:

(ক) এ স্কিমের আওতায় ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে কোন নিরাপত্তা জামানত নেয়া যাবে না। তবে, প্রত্যেক ঋণ গ্রহীতার ঋণের বিপরীতে ঋণ গ্রহীতাসহ অনধিক দুইজনের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি গ্রহণ করা যাবে;

(খ) ৩ (তিন) লক্ষ টাকা ও তদুর্ধ্ব পরিমাণ ঋণ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংক নিজস্ব বিবেচনায় সম্পূর্ণ ঋণের বিপরীতে **ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিমের** সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে, ব্যাংক নিজস্ব উৎস হতে গ্যারান্টি ফি পরিশোধ করবে।

৩.১০) ঋণের মেয়াদ, গ্রেস পিরিয়ড ও পরিশোধ সূচি:

(ক) ব্যাংক ও গ্রাহক পর্যায়ে উভয় ক্ষেত্রে গ্রেস পিরিয়ড হবে সর্বোচ্চ ৬ মাস। গ্রেস পিরিয়ড ব্যতিরেকে ঋণের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ৩ বছর;

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রেস পিরিয়ড বাদে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ব্যাংকসমূহ হতে সুদ/মুনাফা/সার্ভিস চার্জসহ আসল আদায় করবে এবং

(গ) ব্যাংকসমূহ গ্রেস পিরিয়ড বাদে মাসিক/ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কিস্তিতে গ্রাহকের নিকট হতে সুদ/মুনাফাসহ আসল আদায় করবে।

৩.১১) সিআইবি রিপোর্ট: খেলাপী ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে ঋণ প্রদান না করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে সিআইবি রিপোর্ট গ্রহণ করতে হবে। তবে, এ স্কিমের আওতায় ৩ (তিন) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে সিআইবি রিপোর্ট গ্রহণের জন্য কোন চার্জ/ফি প্রযোজ্য হবে না।

৩.১২) ঋণ বিতরণ ব্যবস্থা: উক্ত স্কিমের আওতায় ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ তার নিজস্ব শাখা/উপশাখা/এজেন্ট ব্যাংকিং/মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস) ব্যবস্থা ব্যবহার করতে পারবে। এক্ষেত্রে, ব্যাংকের এজেন্ট/এমএফএস ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে স্ব স্ব ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত সার্ভিস চার্জ প্রাপ্য হবেন। তবে, কোন ক্ষেত্রেই ঋণ/বিনিয়োগের প্রসেসিং ফি বাবদ ১০ জুন ২০২১ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার নং-১১ এর ৩(খ)(১) অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশনার অতিরিক্ত কোন চার্জ/ফি গ্রাহকের নিকট হতে আদায় করা যাবে না।

৩.১৩) শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকিং: শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহ উপর্যুক্ত শর্তাবলির ব্যত্যয় না করে স্বীয় অনুমোদিত বিনিয়োগ পদ্ধতির ভিত্তিতে উক্ত স্কিমের আওতায় গ্রাহককে বিনিয়োগ প্রদান করবে। তবে, আদায়কৃত মুনাফা বার্ষিক ৭% এর বেশি হতে পারবে না।

৩.১৪) **মনিটরিং:** ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের ক্ষেত্রে গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণ, আদায় ও সদ্ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে নিশ্চিত করবে এবং এতদ্সংযুক্ত **সংযোজনী-ক** মোতাবেক প্রতি ত্রৈমাসিক অন্তে পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে মহাব্যবস্থাপক, ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা বরাবর বিবরণী দাখিল করতে হবে। এছাড়া, ক্ষেত্রবিশেষে দৈবচয়ন ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক যেকোন সময়ে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।

৩.১৫) **পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের যোগ্যতা ও আবেদন প্রক্রিয়া:**

(ক) আলোচ্য স্কিমের আওতায় তফসিলি ব্যাংকসমূহকে মহাব্যবস্থাপক, ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর সাথে একটি অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করতে হবে। এ চুক্তি মোতাবেক ব্যাংকগুলোকে সুদ/মুনাফাসহ আসল পরিশোধ নিশ্চিত করতে হবে মর্মে তাদেরকে আলাদাভাবে ডিপি নোট (প্রতিশ্রুতি পত্র) সম্পাদন করতে হবে। তবে, ইতিপূর্বে যে সকল ব্যাংকের সাথে অংশগ্রহণমূলক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল তাদের সাথে নতুন কোন চুক্তির আবশ্যকতা নেই;

(খ) ব্যাংকসমূহ মাসিক ভিত্তিতে এ স্কিমের আওতায় বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট নির্ধারিত ছকে **(সংযোজনী-খ)** প্রতি মাসের ১৫ (পনের) তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের পুনঃঅর্থায়নের আবেদন করবে এবং

(গ) পরিশোধসূচী অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে সুদ/মুনাফাসহ পুনঃঅর্থায়নের পরিশোধযোগ্য কিস্তি বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের চলতি হিসাব থেকে আদায় করা হবে।

৪। ইতিপূর্বে জারীকৃত জিবিসিএসআরডি সার্কুলার নং ০১/২০১৪, জিবিসিএসআরডি সার্কুলার লেটার নং ০৩/২০১৪, ও ০৩/২০১৫; এফআইডি সার্কুলার লেটার নং ০১/২০১৬, ০৪/২০১৬ এবং ০১/২০১৭ ও তদ্সংযুক্ত নীতিমালা এতদ্বারা রহিত করা হলো। এতদ্সত্ত্বেও রহিতকৃত সার্কুলার ও সার্কুলার লেটারসমূহের আওতায় গৃহীত সকল কার্যক্রম বৈধ ও যথাযথ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৫। এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ রুহুল আমিন)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন: ৯৫৩০৩৪৩

সংযোজনী-ক

"১০/৫০/১০০ টাকার হিসাবধারী প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, নিম্ন আয়ের পেশাজীবী,
স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য গঠিত পুনঃঅর্থায়ন স্কিম" এর ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

ব্যাংকের নামঃ

সময়কালঃ মার্চ/জুন/সেপ্টেম্বর/ডিসেম্বর, ২০..

১. স্বনির্ধারিত বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রাঃ . . . . . . লক্ষ টাকা।

২. হালনাগাদ তথ্যাদিঃ

ক্রমিক নং	ঋণ গ্রহীতা	চলতি ত্রৈমাসিকে ঋণ বিতরণ			চলতি বছরের শুরু হতে মার্চ/জুন/সেপ্টেম্বর/ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক পর্যন্ত পুঞ্জিভূত ঋণ			স্কিমের আওতায় রিপোর্টিং ত্রৈমাসিক পর্যন্ত মোট বিতরণকৃত পুঞ্জিভূত ঋণ			স্কিমের আওতায় রিপোর্টিং ত্রৈমাসিক পর্যন্ত ঋণের স্থিতি (গ্রাহক পর্যায়ে)
		পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	গ্রাহকের সংখ্যা		পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	গ্রাহকের সংখ্যা		পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	গ্রাহকের সংখ্যা		পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
			পুরুষ	মহিলা		পুরুষ	মহিলা		পুরুষ	মহিলা	
১.	কৃষক										
২	নিম্ন আয়ের পেশাজীবী										
৩	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (আয় উৎসারী কর্মকান্ড)										
৪	স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারী (প্রশিক্ষণ)										
৫	স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারী (শিক্ষা উপকরণ)										
৬.	স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারী (আয়-উৎসারী কর্মকান্ড)										
৭.	অন্যান্য										
	সর্বমোট-										

৩. লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গৃহীত পদক্ষেপসমূহঃ

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষরঃ
নামঃ
পদবীঃ
মোবাইলঃ
ই-মেইলঃ

আর্থিক অন্তর্ভূক্তি সংশ্লিষ্ট ফোকাল কর্মকর্তার স্বাক্ষরঃ
নামঃ
পদবীঃ
মোবাইলঃ
ই-মেইলঃ

সংযোজনী-খ

অর্থায়নকারী ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন আবেদনের নমুনা

সূত্র: -----------------

তারিখ:-------------

মহাব্যবস্থাপক
ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

প্রিয় মহোদয়,

"১০/৫০/১০০ টাকার হিসাবধারী প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য গঠিত পুনঃঅর্থায়ন স্কিম" হতে পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির আবেদন।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে ০৫/০৯/২০২১ তারিখে জারীকৃত এফআইডি সার্কুলার নং-০১/২০২১ এর নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক নির্বাচিত গ্রাহকের অনুকূলে --/২০২১ (মাসের নাম) এ মোট ----টি ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে আমাদের ব্যাংক কর্তৃক মোট----------- টাকা অর্থায়ন করা হয়েছে। আলোচ্য অর্থায়ন অনুমোদন এবং ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণে সার্কুলারে উল্লিখিত সকল নির্দেশনাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। উল্লিখিত অর্থায়নের বিপরীতে উক্ত স্কিম হতে পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে বিস্তারিত তথ্য এতদ্সঙ্গে দাখিল করা হলো।
অনুগ্রহপূর্বক অত্র ব্যাংকের অনুকূলে মোট -------------------টাকা (কথায়---------------------------) পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করে বাধিত করবেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(--------------------------)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক/বিভাগীয় প্রধান
ঠিকানা:-------------------------------
ফোন/মোবাইল: -----------------------
ই-মেইল:-----------------------------

সংযোজনী:

১। স্কিমের আওতায় প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগ তথ্য বিবরণী।
২। ডিপি নোট।